

মৃত্যুর রাতেই কেবল আনন্দ আসে

কাজী জহিরুল ইসলাম

আমরা যখন ফুরুনা গ্রামে পৌঁছাই তখন মধ্যরাত। আকাশে ঝকঝকে চাঁদ। গায়ে গায়ে লাগানো কয়েক সারি মাটির ঘর। ওপরে একচালা-দোচালা ছনের ছাউনি, নেমে এসেছে উঠানের ওপর। কয়েকটি ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বলছে, বেশিরভাগ ঘরেই কোন আলো নেই। চারপাশে বিরানভূমি, ধু ধু বালুচর। চাঁদের আলোয় ঘরগুলোর ঢেউখেলানো ছায়া তৈরী হয়েছে। খানিকটা দূরে, খোলা মাঠে, বাদামী রঙের বালুর ওপর একদল মানুষের হল্লা। আজ দুপুরে একজন মানুষ মারা গেছে। পেটের পীড়ায় ভুগছিল সে। মানুষটির নাম লামিন কুলিবালা। আদামা কুলিবালির ভাই। আদামা এ গাঁয়ের নেতা। লামিনের লাশ মাঝখানে রেখে গ্রামবাসী উৎসবে মেতে উঠেছে। আদামা একটি ছোট্ট চৌকির ওপর বসেছে। ওর ডানহাতে দেড়ফুট লম্বা একটি লাঠি। লাঠির মাথায় হিংস্র জন্তুর প্রতিকৃতি। জন্তু-প্রতিকৃতির কারুকার্যচিহ্ন এই লাঠিটি গোত্রপ্রধানের শাসনদণ্ড। তিনজন যুবা পুরুষ তামতামে ঘনঘন তেহাই বোল তুলছে, সেই ছন্দে নাচছে একদল যুবক-যুবতী। যুবতীদের ভারী নীতম্ব তামতামের তালে তালে পাম পাতার কাঁপন তুলছে। আফ্রিকান নারীদের বিশেষায়িত নাচ। সমস্ত শরীর স্থির রেখে অমন অদ্ভুত কায়দায় নীতম্ব কাঁপানোর কৌশল পৃথিবীর আর কোন নারীর জানা নেই। কোরাস সঙ্গীতের মতো কিছুক্ষণ পরপর সকলে একসঙ্গে অদ্ভুত এক শব্দ করছে মুখ দিয়ে। যারা নাচছে না, বসে-দাঁড়িয়ে গা দুলিয়ে তাল দিয়ে যাচ্ছে। পুরুষদের হাতে একটি করে মাটির পাত্র। ভুট্টার মদ চাপালোর নেশায় ঝুঁদ হয়ে আছে ওরা। পরিস্কার আকাশ। রাত যত গভীর হচ্ছে চাঁদের আলো ততই তীব্র হয়ে উঠছে। চাপালোর পাত্রে জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে। ফুরুনা গ্রামের একদল কালো মানুষ প্রিয়জনের মৃতদেহ সামনে রেখে মদের নেশায় মাতাল হয়ে মেতে উঠেছে উদ্দাম নৃত্যে। এটাই সংস্কৃতি, এটাই প্রথা। মৃতের রেখে যাওয়া টাকায় মদ্যপান করবে সম্প্রদায়ের জীবিতরা। সম্পদের উত্তরাধিকার বলে কিছু নেই এখানে। সারারাত নাচ চলবে, বাদ্য-বাজনা চলবে, মদ্যপান চলবে। সকালে সমাহিত করা হবে মৃতদেহ। কান্নাকাটির কোন আয়োজন নেই।

ফুরুনা গ্রামের লোকসংখ্যা তিন হাজার। চল্লিশ শতাংশ মুসলমান, কিছু খ্রীস্টান আর বাকীরা এনিমিস্ট। আইভরিকোস্টের উত্তরাংশে, গেরিলা নিয়ন্ত্রিত অংশের রাজধানী শহর বুআকে থেকে আরো পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি অখ্যাত শহর কাতিঅলা, ওখান থেকে আরো খানিকটা উত্তরে গেলে ফুরুনা গ্রাম। এই গ্রামে কোন স্কুল নেই, বিদ্যুৎ নেই, খাবার পানির একমাত্র উৎস হলো কুয়া। ফুরুনা গ্রামের তিনজন মানুষের সাথে কথা বলি। ওরা জানায় ওদের জীবন-যাপনের কথা।

‘আমার নাম আদামা কুলিবালা। আমি এই গ্রামের নেতা। আমি একজন গাড়িচালক। আমার দুই বো। বাচ্চা-কাচ্চা কয়জন? দাঁড়ান গুনে দেখি, ১৬/১৭ জন হবে। সকলেরই ৮/১০ জন করে বাচ্চা। আমি গ্রামের নেতা, আমারতো বেশি থাকবেই। ভুট্টা আর আনারসের চাষ করি। কাসাবা-ইয়ামতো বাড়ির আঙিনায়ই হয়। কাসাবা খাই, আলুকো খাই। নদী থেকে মাছ ধরি। বাচ্চা-কাচ্চাতো বাঁচে না। বেশি বাচ্চা থাকা ভালো। ম্যালেরিয়া হয়, পেটের পীড়া হয়, মরে যায়। চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। বিদ্যুৎ নাই। আমরা ভালোই আছি।’

‘আমার নাম কামারা পাকম। বয়স তেইশ। বুআকে শহরে কাজ করি। ইলেকট্রিশিয়ান। এখনতো কাজ নেই। যুদ্ধের আগে কাজ ছিল। আমাদের গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন কোলো, বিখ্যাত প্রফেসর। আমরা তার জন্য গর্ব করি। গ্রামে বিদ্যুৎ নাই, পানি নাই, স্বাস্থ্যসেবার কোন ব্যবস্থা নাই। কুয়ার পানি নোংরা। এই পানি পান করেই পেটের পীড়া হয়। পেটের পীড়ায় বেশিরভাগ লোক মারা যায়।’

‘আমি বনি কোলো। বয়স ১৪। স্কুলে যাই না। জমিতে কাজ করি। আনারস লাগাই। এক’শ আনারস এক হাজার সিফায় (বাংলাদেশি ১০০ টাকা) বিক্রি করি। কাসাবা খাই। মাঝে মাঝে মাছ পাই। ধনী মানুষ মরলে উৎসব হয়, অনুষ্ঠান হয়। তখন কাবরী (ছাগল) জবাই হয়। মাংস খেতে পাই। কাবরীর মাংস খাই আর চাপালো পান করি। মানুষ না মরলে কোন উৎসব হয় না। কোন আনন্দ নেই।’

নিরানন্দ, নিস্তরঙ্গ জীবনের একঘেয়েমী ছাপিয়ে ওদের জীবন আনন্দের তরঙ্গে ভাসে কেবল মৃত্যুর রাত্রীতে। আমাদের পেছনে ধূসর বালির ওপর তেমনি একদল মানুষ প্রিয়জনের মৃতদেহকে ঘিরে আনন্দে মেতে উঠেছে। ধূ ধূ বালুর ওপর আমাদের পা দেবে যাচ্ছে, সামনে টাঁদের আলোয় আমাদের ভূতুড়ে ছায়া। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি দক্ষিণে, কাতিঅলা শহরের দিকে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২২ আগস্ট, ২০০৭